দৈনিক জনকণ্ঠ

182

তারিখ ... ... MAR. 13 2000...
পৃষ্ঠা 12 কলাম 3

# এসএসসি পরীক্ষায় সব বিষয়ে [illegible] চলছে ॥ গণিত প্রশ্নে ভুলের অভি[illegible]

**জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥** চলতি এসএসসি পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা অতীত ইতিহাস পাল্টে দিয়েছে। আগে সাধারণত বাংলা, ইংরেজী ও অঙ্কে নকল চলত। এ বছর কোন পরীক্ষায় বাদ নেই। সব পরীক্ষায়ই ব্যাপক নকল হচ্ছে। রবিবারও দেশব্যাপী নকল চলেছে। অথচ পরীক্ষা ছিল কৃষি শিক্ষা (তত্ত্বীয়), গার্হস্থ্য অর্থনীতি (তত্ত্বীয়) এবং উচ্চতর গণিত (তত্ত্বীয়)। বহিষ্কৃত এক ছাত্র ইট মেরে টিএনও'র দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে। এ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে নকল হয়েছে বলে জনকণ্ঠের সংবাদদাতারা জানিয়েছেন। গাংনী ডি[illegible] কলেজ কেন্দ্রে থানা নির্বাহী কর্মকর্তা নকল ধরতে গিয়ে রবিবার পরীক্ষার্থীর ইটের আঘাতে দু'টি দাঁত হারিয়েছেন। স্থানীয় থানার ওসির সহায়তায় এই কেন্দ্রটিতে ব্যাপক নকল চলছে। জানা গেছে, পরীক্ষার্থী হেলালউদ্দীনের নকল ধরাতে ক্ষিপ্ত হয়ে সে বেরিয়ে এসে টিএনওকে লক্ষ্য করে ইট ছুড়ে মারে। ইট টিএনও'র মুখে আঘাত করে। এতে

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

## এসএসসি পরীক্ষায় (১২-এর পাতার পর)

টিএনও নাসিরউদ্দিনের দু'টি দাঁত ঝরে পড়ে। বর্তমানে তিনি গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন আছেন। তাঁর মুখে কয়েকটি সেলাই দিতে হয়েছে। পরীক্ষার্থীকে তাৎক্ষণিক আটক করে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

এ দিকে শনিবার গাংনী কেন্দ্রে থানার ওসির লাঠিপেটায় আহত জনকণ্ঠের মেহেরপুর প্রতিনিধি এখন কিছুটা সুস্থ। তবে তাঁর বুকের ব্যথার কারণে উন্নত চিকিৎসা ও কয়েকদিন বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। জেলা প্রশাসক এই ঘটনার তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে এই প্রতিনিধিকে সান্ত্বনা দেন। উল্লেখ্য, জনকণ্ঠে "রক্তাক্ত জনপদ" শিরোনাম সংবাদে এই ওসি এলাকার ত্রাস সবুজ ও আমজাদবাহিনীর মদদদাতা ছিলেন বলে খবর প্রকাশিত হয়েছিল। যার কারণেই তিনি জনকণ্ঠের সাংবাদিকের প্রতি প্রতিহিংসায় এই ঘটনা ঘটান বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ দিকে ওই ওসি শাহাজাহান মিথ্যা মামলা দায়েরের জন্য বিভিন্ন জনকে সাক্ষী বানাবার চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে জানা গেছে। মেহেরপুর প্রেসক্লাব ঘটনার সুষ্ঠু বিচার না হলে কঠিন কর্মসূচী গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এ দিকে শনিবার অনুষ্ঠিত গণিত (আবশ্যিক) পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে 'খ' সেট-এর ১০ (ক) নম্বর প্রশ্নে ভুল হয়েছে বলে অনেক অভিভাবক জনকণ্ঠে ফোন করে অভিযোগ করেছেন। প্রশ্নে রয়েছে 'প্রমাণ কর যে, সমবাহু ত্রিভুজের যে কোন শীর্ষ হতে বিপরীত বাহুর উপর অংকিত লম্বের চারগুণ উহার যে কোন বাহুর বর্গের তিনগুণের সমান।' অভিভাবকদের দাবি– পিথাগোরাসের সূত্র অনুযায়ী প্রশ্নটি হবে– 'প্রমাণ কর সমবাহু ত্রিভুজের যে কোন শীর্ষ হতে বিপরীত বাহুর উপর অংকিত লম্বের বর্গের চারগুণ উহার যে কোন বাহুর বর্গের তিনগুণের সমান।'' ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডঃ এটিএম শরীফউল্লাহ এ বিষয়ে বলেছেন, বিষয়টি আমি তদন্ত করে দেখব। যদি বোর্ডের ভুল হয়ে থাকে তা হলে যারা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে তারা নিশ্চয়ই বেনিফিট পাবে।